এক টুকরো আরিয়ান গল্প

ডা. এ. কিউ. এম. রেজা

মাত্র ৬ বছরের ছোট ছেলে আরিয়ান অনেকটা খেলতে খেলতে ঢোকে এ্যাপোলো হাসপাতালে আমার চেম্বারে। ঘরে ঢুকেও সে খেলতে থাকে ছোটখাটো আসবাবগুলো নিয়ে। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু সঙ্গের পাঁচজন বড় মানুষ মা-বাবা, মামা, দাদি, ফুফার চোখে-মুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরিয়ানকে নিয়ে। তারা জানতে পেরেছেন আরিয়ানের হার্টে একটি ছিদ্র আছে, ওপেন হার্ট সার্জারি করে এটি বন্ধ করতে হবে। সবার একটাই প্রশ্ন– ডাক্তার সাহেব আর কি কোনো উপায় নেই? ওষুধ কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতি? স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো কাটা-ছেঁড়া বা অপারেশন নিয়ে আমাদের দেশের অনেকের মধ্যে ভীতি কাজ করে। হার্টের ছিদ্র বন্ধে এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকায় আমরা অত্যাধুনিক অপারেশনবিহীন পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ডিভাইসের সাহায্যে চিকিৎসা দিয়ে থাকি, তবে আরিয়ানের ক্ষেত্রে সেই আশ্বাস দেয়ার আগে আমাকে জানতে হবে আদৌ সে এই পদ্ধতির চিকিৎসার উপযোগী কি না। আমিও তাই করলাম। ইকো কার্ডিওগ্রাফির মাধ্যমে হার্টের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের ছবি পরীক্ষা করে মনে হলো এটা সম্ভব। তবে তার হার্টের ছিদ্রটা শুধু ছিদ্র নয় বরং এটি একটি বড় গর্ত, যার পরিমাপ ১৯ মিমি। আরিয়ানের সমস্যা হচ্ছে এএসডি (অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট), যা শিশুর জন্মগত ত্রুটি। এর ফলে ছেলেটির কৃশকায় শরীর বয়সের তুলনায় ঠিকমতো বাড়ছেও না। ছোটবেলায় বার বার ঠা-া-কাশি-জ্বর লেগেই থাকত, আর চিকিৎসকের পরামর্শেই চলত বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক।

বাবা-মায়ের উদ্বেগ দূর করতে যখন আমি বললাম, এটি অপারেশন ছাড়াই এএসডি ডিভাইস দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব, যদি আমাকে সুযোগ দেন। সবাই একস্বরে বললেন, হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব আমরা রাজি, আর দেরি করব না। আনুষঙ্গিক কিছু দরকারি কথা সেরে দিন-তারিখ ঠিক করা হলো। শুধু ঘুমের ওষুধ দিয়েই এটি করা হবে জেনে তারা আরো আশ্বস্ত হলেন।

গত ৬ মে আরিয়ানকে যখন ক্যাথ ল্যাবে টেবিলে শোয়ানো হলো, সবাই খুবই অবাক তার ব্যবহারে, কোনো প্রতিরোধ এবং ভয় ছাড়াই সে দিব্যি সেই অপরিচিত ঘরে বড় মেশিনের নিচে নিশ্চিন্তে শুয়ে গেল। অজ্ঞানকারী ডাক্তার সামান্য ঘুমের ওষুধ দিতেই আমরা কাজ শুরু করলাম এবং শিরাপথে একটি ২১ মিমি মাপের এএসডি ক্লোজার ডিভাইস ছিদ্র মুখে বসিয়ে দিয়ে ২৫-৩০ মিনিটে এই জন্মগত ত্রুটিটি আমরা ঠিক করলাম। বসিয়ে দেয়া ডিভাইসটির সঠিক অবস্থান এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সঙ্গে সঙ্গে ইকো কালার ডপলার পরীক্ষা করা হলো। অতঃপর আরিয়ানকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) রাখা হলো মনিটরিংয়ের জন্য।

এক ঘণ্টা পর আরিয়ান জেগে বলল, ক্ষুধা পেয়েছে। দুই ঘণ্টা পর আরিয়ান খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে শুয়েই মায়ের মোবাইল নিয়ে খেলতে শুরু করল। আরিয়ানের পাশে আরিয়ানের মায়ের নিশ্চিন্ত চেহারা। ডাক্তার সাহেব সব ঠিক আছে তো? কবে ও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে? ওকে তো বিছানায় আটকানো যাচ্ছে না। উত্তরে বলি, একটা রাত কষ্ট করেন কাল থেকেই ও সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে এবং পরশুদিন বাড়িতে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ্। আরিয়ান খুশিতে হেসে উঠল, আমি গাড়ি চালিয়ে খেলতে পারব তো? আরিয়ানকে আশ্বস্ত করি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি সব পারবে। তোমার তো কোনো সমস্যা নেই, শুধু একটি কথা দেবে, ৬ মাস প্রতিদিন ১টি করে ওষুধ খাবে, না করবে না। আরিয়ান বলল হ্যাঁ, তবে সিরাপ নয়, ট্যাবলেট খাব। তার বিছানার পাশে দাঁড়ানো সবাই হেসে উঠল হা-হা করে।

লেখক : এমবিবিএস, এমডি, এফএসিসি,
এফএসসিএআই, এফএপিএসআইসি
সিনিয়র কনসালটেন্ট– ক্লিনিক্যাল ও
ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি
এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকা

যোগাযোগের ঠিকানা :
ই-মেইল :
aqmreza@apollodhaka.com
মোবাইল : ০১৭১৩ ০৪২ ৭৮০

ডিপার্টমেন্ট অব কার্ডিওলোজি | এ্যাপোলো হার্ট সেন্টার

সু-পরিসর লাউঞ্জসহ অত্যাধুনিক ক্যাথ ল্যাবে প্রায় ব্যথাহীন ও রক্তক্ষরনের আশঙ্কামুক্ত রেডিয়াল এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির সুবিধা। অস্বাভাবিক দূর্বল হৃদস্পন্দনের চিকিৎসায় পেসমেকার ইমপ্লান্টসহ অনিয়মিত ও উচ্চ হৃদস্পন্দনের চিকিৎসায় আই সি ডি ইমপ্লান্ট। জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির সুবিধা। ৬৪ স্লাইস মেশিনে নন-ইনভেসিভ সিটি এনজিওগ্রামের সুবিধা। কার্ডিয়াক লাইফ সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডাক্তারের উপস্থিতি; দিনের ২৪ ঘন্টা সপ্তাহের ৭ দিন

এ্যাপয়েন্টমেন্ট: (০২)-৮৮৪৫২৪২, ০১৮৪১ APOLLO, ০১৭২৯ APOLLO, ০১১৯৫ APOLLO, ০১৬১২ APOLLO, ০১৯৭১ APOLLO; APOLLO সমার্থক সংখ্যা: ২৭৬৫৫৬

Organization Accredited by Joint Commission International